Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2012 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 159-188
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/কৌশল ঃ বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনা-একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন

মোঃ জুলহাস উদ্দিন*
মোঃ সানাউল্লাহ তালুকদার**

১. সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০০৮ সালে পরিচালিত কৃষিশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত এবং মোট জিডিপির শতকরা প্রায় ২১ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে। দেশের মোট পরিবার (Households) সংখ্যার শতকরা ৮৮ ভাগেরও অধিক গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্বিকভাবে কৃষি খাতের উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়ন দেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক এ খাতে প্রদত্ত ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এসিএসপিডি সার্কুলার নং ১০ এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ দেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে। এ নির্দেশনায় কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি ও আদায় পরিস্থিতি উন্নতিকল্পে যে সমস্ত ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলে কোন শাখা নেই তাদেরকে প্রয়োজনবোধে NGO-linkage ব্যবহারের পরামর্শও দেয়া হয়। এছাড়া কৃষিখাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি ও বিতরণকৃত ঋণের আদায় জোরদারকরণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে দেশের কৃষি খাতে ব্যাংকসমুহের কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে কাংখিত গতি সঞ্চার এবং কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পদ্ধতি/কৌশলগত কোন অগ্রগতি হয়েছে কি-না তা পর্যালোচনান্তে এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণই– এ সমীক্ষা পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।

---

* উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
** যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত মতামতসমূহ লেখকদ্বয়ের একান্ত নিজস্ব এবং একে কোনভাবেই বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত বলে গণ্য করা সমীচীন হবে না।

২. সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি

এ সমীক্ষা পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়ে দেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বরাবরে চিঠি দিয়ে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি Area Approach পদ্ধতি ও NGO-linkage ব্যবহার কিংবা কৃষি ঋণ বিস্তারে উদ্ভাবনীমূলক কোন প্রকল্প/বিশেষ কৌশল অবলম্বন করছে কি-না তা প্রতিবেদন আকারে প্রেরণের পাশাপাশি বিগত পাঁচ বছরের কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের খাতওয়ারী তথ্যও পাঠাতে বলা হয়েছিল। মূলতঃ ব্যাংকসমুহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই সমীক্ষা প্রতিবেদনের তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ সংকলন করা হয়েছে। এছাড়া, সমীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে কাঠামোগত কিছু প্রশ্নমালার আলোকে মাঠ পর্যায়ে ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ গ্রহণ করেছেন এমন কিছু কৃষক এবং কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত বর্তমান পদ্ধতি/কৌশল যথোপযুক্ত কি-না তা যাচাই করা এবং এ লক্ষ্যে ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে কয়েকটি ব্যাংকের নির্বাচিত কিছু প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৩. কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাম্প্রতিক গতিধারা

৩.১ সাম্প্রতিককালে কৃষি ঋণ বিতরণে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণের ফলে মোট কৃষি ঋণ বিতরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর শতকরা অংশ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে

অর্থবছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, উল্লেখিত ছয় বছরে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে দেশের কৃষি খাতে সর্বমোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৯৫৬.৭৮ কোটি টাকা ও ৩,১৭১.১৫ কোটি টাকা যার পরিমাণ ২০০৯-১০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১,১১৬.৮৯ কোটি টাকা ও ১০,১১২.৭৫ কোটি টাকা। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, **বিগত পাঁচ বছরে কৃষি খাতে মোট ঋণ বিতরণ দ্বিগুণেরও অধিক এবং ঋণ আদায় তিনগুণেরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে**। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, **২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত মূলতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ[১] কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করলেও ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে এসকল ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহের শতকরা অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে**। উল্লেখ্য, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যেখানে কৃষি খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহের অবদান ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৩.০৪ ভাগ ও ৭৬.৯৬ ভাগ, তা হ্রাস পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে (মে পর্যন্ত) যথাক্রমে শতকরা ১৮.৩০ ভাগ ও ৫৭.২৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি-১)। তবে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,

---

১ ২০০৬-০৭ অর্থবছর ও তৎপূর্ববর্তী বছরগুলোতে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছর ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরগুলোতে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে ঋণ বিতরণের তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ আবশ্যকীয়করণের ফলে সাম্প্রতিককালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শতকরা অংশ হ্রাস পেলেও সার্বিক অর্থে এ সকল ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনো কৃষি খাতে ঋণ মোট বিতরণে এ সকল ব্যাংকের অবদান

সারণি ১ঃ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	সর্বমোট বিতরণ
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+ - - +৫)
২০০৪-০৫	১১৪২.১৪ (২৩.০৪)	৩৮১৪.৬৪ (৭৬.৯৬)	-	-	৪৯৫৬.৭৮
২০০৫-০৬	১১৯২.৪৩ (২১.৭০)	৪৩০৩.৭৮ (৭৮.৩০)	-	-	৫৪৯৬.২১
২০০৬-০৭	১০২৭.৮০ (১৯.৪২)	৪২৬৪.৭১ (৮০.৫৮)	-	-	৫২৯২.৫১
২০০৭-০৮	১৩৬৫.৫০ (১৫.৯১)	৪৮০১.৪৮ (৫৫.৯৬)	২৪১৩.৬৮ (২৮.১৩)	-	৮৫৮০.৬৬
২০০৮-০৯	১৫৮৮.৮৯ (১৭.১১)	৫৪০২.৬৮ (৫৮.১৯)	২২৯২.৮৯ (২৪.৭০)	-	৯২৮৪.৪৬
২০০৯-১০	১৯৮১.৫৬ (১৭.৮২)	৬২৯৭.৫৩ (৫৬.৬৫)	২২৮৩.২৭ (২০.৫৪)	৫৫৪.৫৩ (৪.৯৯)	১১১১৬.৮৯
২০১০-১১ (মে পর্যন্ত)	২০৫২.৩৬ (১৮.৩০)	৬৪১৬.২১ (৫৭.২৩)	২২৩২.৩২ (১৯.৯১)	৫০৯.৪৪ (৪.৫৪)	১১২১০.৩২

উৎস *ঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের মধ্যে শতকরা হার নির্দেশ করে।*

শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগের কাছাকাছি এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট অবদান শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ।

৩.২ ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি ও আদায় বৃদ্ধির গতির মধ্যে সুসমন্বিত সম্পর্কের অভাব

২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্য পর্যালোচনা করলে কৃষি ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির গতির সাথে আদায় বৃদ্ধির গতির একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যে বছর কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল সে বছর ঋণ আদায়ের প্রবৃদ্ধি ছিল কম (সারণি-২)। তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি খাতে অর্থায়নের বিষয়টি এখনও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ খাতে অর্থায়ন সরকার তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ দিক নির্দেশনা ও পুনঃঅর্থায়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীলতার কারণে ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধির গতির মধ্যে উল্লেখিত বিপরীতমুখী সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় বলে ধারণা করা যায়। তবে আশার বিষয় এই যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধির গতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে শতকরা ১৯.৭৪ ভাগ মোট ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির বিপরীতে মোট আদায় বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ২০.৭১ ভাগ। কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের গতি বৃদ্ধির

সারণি ২ঃ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক		রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক		বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক		বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক		সর্বমোট	সর্বমোট
	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়
২০০৪-০৫	১১৪২.১৪ (২৬.১৯)	৮৭৭.৫৮ (৮.৩৪)	৩৮১৪.৬৪ (২১.৩৫)	২২৯৩.৫৭ (-১.৬০)	-	-	-	-	৪৯৫৬.৭৮ (২২.৪৪)	৩১৭১.১৫ (১.১৪)
২০০৫-০৬	১১৯২.৪৩ (৪.৪০)	১১৫১.০২ (৩১.১৫)	৪৩০৩.৭৮ (১২.৮২)	৩০১৩.৩৩ (৩১.৩৮)	-	-	-	-	৫৪৯৬.২১ (১০.৮৮)	৪১৬৪.৩৫ (৩১.৩২)
২০০৬-০৭	১০২৭.৮০ (-১৩.৮১)	১২৪৪.৯৬ (৮.১৬)	৪২৬৪.৭১ (-০.৯১)	৩৪৩১.০৪ (১৩.৮৬)	-	-	-	-	৫২৯২.৫১ (-৩.৭১)	৪৬৭৬.০০ (১২.২৯)
২০০৭-০৮	১৩৬৫.৫০ (৩২.৮৬)	১৫০৯.৩০ (২১.২৩)	৪৮০১.৪৮ (১২.৫৯)	২৮৬৫.৩০ (১৬.৪৯)	২৪১৩.৬৮	১৬২৯.১৪	-	-	৮৫৮০.৬৬ (৬২.১২)	৬০০৩.৭৪ (২৮.৩৯)
২০০৮-০৯	১৫৮৮.৮৯ (১৬.৩৬)	১৪৭৯.২৬ (-১.৯৯)	৫৪০২.৬৮ (১২.৫২)	৫১৬২.১৪ (৮০.১৬)	২২৯২.৮৯ (-৫.০০)	১৭৩৬.২২ (৬.৫৭)	-	-	৯২৮৪.৪৬ (৮.২০)	৮৩৭৭.৬২ (৩৯.৫৪)
২০০৯-১০	১৯৮১.৫৬ (২৪.৭১)	১৫৩১.১৭ (৩.৫১)	৬২৯৭.৫৩ (১৬.৫৬)	৬১২০.০৯ (১৮.৫৬)	২২৮৩.২৭ (-০.৪২)	১৯৮৫.৪৭ (১৪.৩৬)	৫৫৪.৫৩	৪৭৬.০২	১১১১৬.৮৯ (১৯.৭৪)	১০১১২.৭৫ (২০.৭১)
২০১০-১১ (মে পর্যন্ত)	২০৫২.৩৬	১৬৬৭.৫৪	৬৪১৬২১	৬২৪২.৩৬	২২৩২.৩২	২০২৫.৮৪	৫০৯.৪৪	৯৮৪.৩৯	১১২১০.৩২	১০৯২০.১২

***উৎস ঃ** কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশ করে।*

পাশাপাশি ঋণ আদায়ের গতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা গেলে তা তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ খাতে অর্থায়নকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

৩.৩ কৃষিখাতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং শ্রেণীকৃত ঋণের হার হ্রাস

অর্থবছর ২০০৭-০৮- থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইতোপূর্বে **বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর উল্লেখযোগ্য কৃষিঋণ কার্যক্রম না থাকায় ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত এ সকল ব্যাংক কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত কোন ঋণ নাই। দেশীয় বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত ঋণের হারও খুবই নগণ্য এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির একটি বৃহৎ অংশ মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত হলেও তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে**। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৪০.৩৮ ভাগই ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে শতকরা ২৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে ৩০ জুন ২০১০ শেষে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা ১.০৪ ভাগ। সার্বিকভাবে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষের শতকরা ৩৫.৮২ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে শতকরা ২৪.৬৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে । মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের এ ধারা বজায় থাকলে আগামী দিনগুলোতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ খাতে ঋণ প্রদান বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে সহায়ক হবে এবং তা এখাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩.৪ তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ স্থিতির অংশ হ্রাস

অর্থবছর ২০০৭-০৮- থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণ স্থিতি (outsanding bank credit) ও কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির (outsanding credit to agricultural sector) তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ স্থিতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০০৫ তারিখে মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণের অংশ ছিল শতকরা **১১.৮৬** ভাগ যা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১০ শেষে শতকরা **৭.৯১** ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি-৩)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, **অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির যে গতি রয়েছে তার তুলনায় কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহের গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, যা দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোটেও কাম্য নয়**।

৩.৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট আগামে পল্লী এলাকার অংশ হ্রাস

সার্বিকভাবে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রদত্ত মোট ঋণের মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণের অংশ হ্রাসের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে শহর ও পল্লী এলাকায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতে অবদান ও ঋণ/আগাম প্রাপ্তির বৈষম্য থেকে। ৩০ জুন ২০০৫ তারিখে তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট আমানতে

সারণি ৩ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণ স্থিতি ও কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণ স্থিতির তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতি (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	মোট কৃষি ঋণের স্থিতি	মোট ব্যাংক ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষি ঋণ স্থিতির অংশ (%)
৩০-০৬-০৫	১১৮৪১১.৩৬	১৪০৩৯.৮৪	১১.৮৬
৩০-০৬-০৬	১৪৪৫৩৪.০৩	১৫৩৭৬.৭৯	১০.৬৪
৩০-০৬-০৭	১৬৪০৫৭.৪৩	১৪৫৮২.৫৬	৮.৮৯
৩০-০৬-০৮	১৯৬২৭৪.১৮	১৫৮৪৮.৮২	৮.০৭
৩০-০৬-০৯	২২৫৯৩৩.৭০	১৭১৭০.০৩	৭.৬০
৩০-০৬-১০	২৭৮২৪৯.৮০	২২৫৮৮.৫৮	৮.১২
৩০-০৫-১১	২৭১৬৯৩.৬০	২১৪৮৩.২৬	৭.৯১

***উৎস ঃ** সিডিউলড ব্যাংক স্ট্যাটিসটিকস, পরিসংখ্যান বিভাগ ও কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

শহরের অবদান শতকরা ৮৪.৫৮ ভাগ থাকলেও মোট আগামে শহরের অংশ ছিল শতকরা ৮৯.৪৮ ভাগ এবং একই সময়ে মোট আমানতে পল্লী এলাকার অবদান শতকরা ১৫.৪২ ভাগ হলেও মোট আগামে পল্লী এলাকার অংশ ছিল মাত্র শতকরা ১০.৫২ ভাগ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত শহর ও পল্লী এলাকার মধ্যে আমানতে অবদান এবং আগাম প্রাপ্তির এ বৈষম্য আরো কিছুটা বিস্তৃত হয়েছে (সারণি-৪)। এ থেকে বোঝা যায় যে, **দেশের পল্লী এলাকা মোট আমানতে যে হারে অবদান রাখছে তার তুলনায় কম হারে আগাম প্রাপ্তির ফলে পল্লী এলাকা থেকে শহরে মূলধন স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং শহর ও পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যবধান ক্রমাগত স্ফীত হচ্ছে, যা দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থি।**

সারণি ৪ ঃ শহর ও পল্লী এলাকায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের শতকরা অংশ

সময়	শহর		পল্লী	
	আমানত	আগাম	আমানত	আগাম
জুন ৩০, ২০০৫	৮৪.৫৮	৮৯.৪৮	১৫.৪২	১০.৫২
জুন ৩০, ২০০৬	৮৫.৬৯	৯০.০৬	১৪.৩১	৯.৯৪
জুন ৩০, ২০০৭	৮৬.৫৩	৯১.১২	১৩.৪৭	৮.৮৮
জুন ৩০, ২০০৮	৮৬.৭৮	৯১.৮২	১৩.২২	৮.১৮
জুন ৩০, ২০০৯	৮৬.৭৬	৯১.৮৯	১৩.২৪	৮.১১
জুন ৩০, ২০১০	৮৭.০৭	৯১.৯৬	১২.৯৩	৮.০৪

***উৎস ঃ** সিডিউলড ব্যাংক স্ট্যাটিসটিকস, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

৩.৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণের শতকরা অংশ হ্রাস

অর্থবছর ২০০৭-০৮- থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত দেশের তফসিলি ব্যাংকসমুহের ঋণ বিতরণের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এ সময়ে তাদের মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণের শতকরা অংশ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের তফশিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণ ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৬.০৪ ভাগ, যা ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-

১০ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫.৪৭ ভাগ ও ৫.১২ ভাগে দাঁড়ায়। ঋণ বিতরণের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত[২] ব্যাংকসমূহ তাদের মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ২০.৮১ ভাগ কৃষিখাতে বিতরণ করে যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৭.৬৬ ভাগ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২১.৩২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণ মোট বিতরণকৃত ঋণের যথাক্রমে শতকরা ১.৭৭ ভাগ, ১.৮১ ভাগ ও ১.৫২ ভাগ ছিল। দেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকগুলো অতীতে কৃষিখাতে ঋণ বিতরণ না করলেও বর্তমানে প্রায় সকল ব্যাংক কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিদেশী ব্যাংকগুলো কর্তৃক কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণ ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ২.৬০ ভাগ (সারণি-৫)। **সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোকে কৃষিঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়লেও সার্বিকভাবে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণের অংশ হ্রাস মোটেও কাম্য নয়**।

৪. কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/কৌশল

৪.১ তফসিলি ব্যাংকসমূহের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে ব্যাংকসমুহ প্রচলিত পদ্ধতিতে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতি এবং এনজিও লিংকেজ ব্যবহার করছে। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে দেশের যে এলাকায় যে কৃষিজাত পণ্য ভাল উৎপন্ন হয় তা উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য বিশেষ ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ঢাকা জেলার সাভার অঞ্চলে মাশরুম চাষ, যশোর অঞ্চলে ফুল ও সবজি চাষ এবং রাজশাহী অঞ্চলে আম চাষ বৃদ্ধিতে বেশ কিছু ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ যে সকল ব্যাংকের গ্রামীণ এলাকায় পর্যাপ্ত শাখা নাই তারা মূলতঃ হোলসেল পদ্ধতি বা এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪.২ দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রচলিত কৃষিঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতি ও এনজিও লিংকেজ ব্যবহার কিংবা কৃষিঋণ বিস্তারে উদ্ভাবনীমূলক কোন প্রকল্প/বিশেষ কৌশল অবলম্বন করছে কি-না সে বিষয়ে সকল ব্যাংকের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্যে মোট ৩টি ব্যাংক কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতি অনুসরণ ও ৬টি ব্যাংক এনজিও লিংকেজ ব্যবহার করছে।

৪.৩ দেশীয় বেসরকারি খাতের মোট ৩০টি ব্যাংকের মধ্যে ২২টি ব্যাংকই ২০০৭-০৮ অর্থবছরের পূর্ববর্তী সময়কালের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদানে সক্ষম হয়নি। এ সকল ব্যাংক মূলতঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছর কিংবা তৎপরবর্তী সময়কালে কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত ৩০টি ব্যাংকের মধ্যে সিংহ ভাগ (১৭টি ব্যাংক) কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও লিংকেজ ব্যবহার করছে বলে উল্লেখ করেছে। বিদেশী মালিকানাধীন মোট ৯টি ব্যাংকের মধ্যে

---

২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহের মধ্যে বিকেবি ও রাকাব তাদের মোট ঋণ বিতরণের প্রায় শতভাগ কৃষিখাতে প্রদান করে।

সারণি ৫ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত কৃষি ঋণের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ, শ্রেণীকৃত এবং মোট বিতরণের মধ্যে কৃষি ঋণের শতকরা অংশ

অর্থবছর	বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	মোট বিতরণ	মোট আদায়	মোট স্থিতি	মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	মোট স্থিতির তুলনায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার	মোট শ্রেণীকৃত ঋণ	মোট স্থিতির তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণের হার	কৃষিসহ অন্যান্য খাতে সর্বমোট ঋণ বিতরণ	মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে কৃষি খাতে বিতরণের শতকরা হার
১	২	১০	১১	১৩	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২০০৭-০৮	৭৩৬০.৫২	৭৫৮৯.৯৭	৪৩৬১.৬১	১৪০৭৪.১২	৫০৪০.৯৮	৩৫.৮২	৫০০৪.৯২	৩৫.৫৬	১২৫৫৭৪.৩৯	৬.০৪
২০০৮-০৯	৭৯৫০.৫৯	৮৬৬২.২৫	৪৮৮২.৭৯	১৫৪৯৪.৮৭	৫১৪০.৭১	৩৩.১৮	৫০৭৬.৬১	৩২.৭৬	১৫৮৫০৩.৬৪	৫.৪৭
২০০৯-১০	১০৬৬২.৩১	১০৪১৩.৪৯	৯৩৩৯.৮১	২১৩৪১.৭৫	৫২৫৭.৮৩	২৪.৬৪	৫৪৮২.৭৮	২৫.৬৯	২০৩২১৬.৮৪	৫.১২

নোট ঃ মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে বিআরডিবি কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তথ্যসমূহ তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত।

মোঃ জুলহাস উদ্দিন : কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি ১৬৭

১টি ব্যাংকের কোন কৃষিঋণ কার্যক্রম নাই এবং অবশিষ্ট ব্যাংকগুলোর সিংহ ভাগই অতি সম্প্রতি কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ সকল ব্যাংক এখনও এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতি কিংবা এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে তেমন উদ্যোগী হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/কৌশলের ব্যাংকভিত্তিক বর্ণনা সংযোজনী-১ এ দেয়া হলো।

৫. কৃষি ঋণ বিতরণে এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি

দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলোর কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের পদ্ধতি/কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশের অধিকাংশ (মোট ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩১টি) ব্যাংক কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও লিংকেজ ব্যবহার করেছে। দেশব্যাপী বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় পর্যাপ্ত শাখা না থাকা, কৃষি ঋণের মত বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও লিংকেজ ব্যবহার করছে বলে এসব ব্যাংক তাদের কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। তবে, দেশব্যাপী পর্যাপ্ত শাখা রয়েছে এবং কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কিছু ব্যাংকও বর্তমানে এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনার কথা উল্লেখ করেছে। আবার বেশকিছু ব্যাংক এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনার কথা উল্লেখ করলেও সংশ্লিষ্ট এনজিও এর নাম উল্লেখ করেনি। এনজিও লিংকেজ ব্যবহারকারী ৩১টি ব্যাংকের মধ্যে ১৬টি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট এনজিও-এর নাম উল্লেখ করেনি এবং এনজিও-এর নাম উল্লেখকারী ১৫টি ব্যাংকের মধ্যে ৯টি ব্যাংক কৃষিখাতে হোলসেল পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বাগ্রে ব্র্যাকের নাম উল্লেখ করেছে। এছাড়া, এনজিও লিংকেজ হিসেবে অধিক ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যুরো বাংলাদেশ, শক্তি ফাউন্ডেশন ইত্যাদি এনজিও'র নাম ব্যাংকসমূহ উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশের বর্গাচাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্র্যাকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সীমা মঞ্জুর করেছে। এমতাবস্থায়, **দেশের প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলো ব্যাংকসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ ঋণ হিসেবে বিতরণ করতে গিয়ে গ্রামীণ এলাকায় তাদের নিজস্ব উৎস হতে উৎসারিত অর্থায়নের কর্মসূচি বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে কি-না এবং এনজিও'র মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অতি উচ্চ কিংবা মাল্টিপল সুদ হারে[৩] ঋণ প্রদানের কারণে সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে সুদের হারহ্রাসকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে কি-না ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়**।

৬. এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা

সার্বিকভাবে ব্যাংকসমূহের কৃষিঋণ বিতরণের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ এলাকায় ঋণ বিতরণের পর্যাপ্ত নেটওয়ার্ক না থাকায় অধিকাংশ ব্যাংকের নিকট এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এটি বিবেচনায় রাখা দরকার যে, **এরিয়া এ্যাপ্রোচ**

---

৩ সাধারণত এনজিও কর্তৃক গ্রামীণ এলাকায় বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণ কিস্তি-ভিত্তিতে (সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি) আদায় করা হলেও বিতরণকালে সমূদয় ঋণের টাকার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে পূর্বেই সুদ আরোপ করে অত:পর কিস্তি আদায় শুরু হয়। ফলে প্রতি কিস্তির বিনিয়োগকৃত টাকার মেয়াদ ভিন্ন হওয়ায় প্রকৃত সুদের হারও ভিন্ন হয় বিধায় বস্তুত তা মাল্টিপল সুদ হারে পরিনত হয়।

পদ্ধতির মূল বিশেষত্ব হল, যে এরিয়াতে যে ধরণের কৃষিজাত ফসল/কৃষিজাত কর্মকান্ড ভাল হয় তা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা। কৃষিখাতে ঋণ বিতরণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলেও তা কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় পর্যাপ্ত উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কাজেই, সার্বিকভাবে দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশব্যাপি কৃষির সকল উপখাতে ঋণ প্রদানের বিকল্প নাই। বস্তুতঃ এ জন্যই কৃষি খাতে ঋণ বিস্তারে ব্যাংকসমূহের উদ্ভাবনীমূলক কৌশল খুঁজে বের করা দরকার বলে প্রতীয়মান হয়।

৭. কৃষিঋণ বিস্তারে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প/বিশেষ কৌশল

কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নানামুখী ঋণ কর্মসূচি (credit programmes) গ্রহণ করলেও দেশের পল্লী এলাকায় অবস্থিত সমগ্র জনসংখ্যার বৃহৎ একটি অংশকে ঋণ প্রদান বা ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য উপযুক্ত উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি/বিশেষ কৌশলের অভাব রয়েছে। দেশের এনজিওগুলো যেখানে দেশের পল্লী এলাকায় মাঠ পর্যায়ে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও আদায় করছে সেখানে ব্যাংকসমূহ তাদের সেবাদি শহর/গঞ্জে অবস্থিত শাখাসমূহের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।[৪] পল্লী এলাকায় ঋণ প্রদান বা ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর পদ্ধতি/কৌশলগত সীমাবদ্ধতা সত্বেও সম্প্রতি কতিপয় ব্যাংক এ ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে বলে অনুমিত হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ২০০৩ সালে মৌলভী বাজার জেলায় চালুকৃত 'উন্মেষ ঋণ কর্মসূচি' এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ২০০৭ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীদের জন্য 'এনবিএল কৃষি ঋণ' এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'প্রান্তিক চাষীদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি' কিছুটা উদ্ভাবনীমূলক ঋণ কৌশল বলে ধারণা করা যায়। এ প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও উক্ত অঞ্চলে তা সফলতা অর্জন করায় বর্তমানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এর বিস্তৃতি ঘটেছে। সর্বোপরি, কৃষি ঋণ প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে মাঠ পর্যায়ে সুপারভাইজার এবং চুক্তি ভিত্তিক মাঠ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন দেশে কৃষি ঋণ বিস্তারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে অনুমিত হয়। তবে, সোনালী ব্যাংক লিঃ এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর প্রকল্পসমূহ থেকে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি ঋণ বিস্তারের সহায়ক কোন পদ্ধতি/কৌশল পাওয়া যায় কি-না তা নিরূপণের জন্য সরেজমিনে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং প্রকল্পসমূহের ঋণ সুবিধাভোগী, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের মতামত যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এনবিএল কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ঋণ কার্যক্রম এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মৌলভী বাজার জেলায় পরিচালিত 'উন্মেষ ঋণ কর্মসূচি' বিষয়ে একটি সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরচালনা করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে উল্লিখিত ব্যাংক দু'টির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিদ্যমান পদ্ধতি/কৌশল অবলোকনের পাশাপাশি বিধিবদ্ধ কিছু প্রশ্নমালার আলোকে ব্যাংকিং সেবায় গ্রামীণ জনগণের অন্তর্ভুক্তির (inclusion) অবস্থা নিরূপন ও এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগনের সচেতনতা যাচাই, কৃষি ঋণ গ্রহণ ও

---

৪ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিংসহ নানাবিধ প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের সক্ষম হলেও তা মূলতঃ শহর কেন্দ্রিক এবং পল্লী এলাকায় প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উল্লেখযোগ্য তেমন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না ।

এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ, ঋণের সুদের হার ও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি এবং সর্বোপরি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের উত্তম পন্থা সম্পর্কে কৃষকদের মতামত যাচাইয়ের প্রয়াস চালানো হয়।

৮. রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এবং মৌলভী বাজার জেলায় সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কৃষকদের ওপর পরিচালিত নমুনাজরীপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

৮.১ ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে গভীর নলকূপ এলাকায় কৃষকদের জন্য সুপারভাইজড্ ঋণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ তথা ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (এনবিএল) ও রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) মধ্যে গভীর নলকূপ এলাকায় ''ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ - বরেন্দ্র গভীর নলকূপ ব্যবহার ও পল্লি ঋণ প্রকল্প" নামে সুপারভাইজড্ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা বিষয়ে ২৪ নভেম্ববর ১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে নবায়নের মাধ্যমে বর্তমানেও বলবৎ রয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর রাজশাহী শাখা কর্তৃক পল্লি ঋণ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৯৩ সাল থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত ২৪২৫৫ জন বর্গা ও প্রান্তিক চাষিসহ সর্বমোট ৬৮১৫২ জন (২৫৯৮ জন মহিলা ও ৬৫৫৫৪ জন পূরুষ) সুবিধাভোগীর মধ্যে মোট ৯৪.৬৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯৯ ভাগ। **মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কথা বলে এনবিএল এর পল্লীঋণ কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। তবে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কথা বলে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাদের সামগ্রিক ঋণ চাহিদার বিপরীতে এনবিএল-এর ঋণ বিতরণের পরিমাণ খুবই নগণ্য এবং কৃষকদের সামগ্রিক ঋণ চাহিদা পূরণ করতে হলে দেশের সকল তফসিলি ব্যাংককে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে পল্লী ঋণ বিতরণে এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে।**

৮.২ ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর সিরাজগঞ্জ শাখা কর্তৃক পরিচালিত পল্লী/কৃষি ঋণ কার্যক্রম

এনবিএল কৃষিখাতে শষ্যঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলায় যে কার্যক্রম শুরু করেছে তা কিছুটা নতুনত্বের দাবী রাখে বলে ধারণা করা যায়। এনবিএল সিরাজগঞ্জ শাখায় ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক এবং শহর পর্যায়ে ব্যাংকের শাখার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনপূর্বক কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রাথমিকভাবে ২০০৭ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অল্পসংখ্যক কৃষকের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ ঋণ চালু করা হলেও বর্তমানে তা এ জেলার ৩টি উপজেলায় বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এনবিএল এর এ ঋণ কার্যক্রম কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা গেছে। এছাড়া, গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদের সাথে আলাপ করে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, **ঋণ গ্রহণের জন্য কৃষকদের শহর/গঞ্জে অবস্থিত ব্যাংকের শাখায় যাওয়ার পরিবর্তে ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ তাদের নিকট যায় বিধায় তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া সহজ হয় এবং সুপারভাইজারের মাধ্যমে ঋণ সরবরাহকারীগণ ঋণ গ্রহীতার নিকট যাওয়ার বিষয়টি কৃষকগণ খুবই ইতিবাচক বলে বিবেচনা করছেন।**

৮.৩ মৌলভী বাজার জেলায় সোনালী ব্যাংক লিঃ এর 'উন্মেষ' ঋণ কর্মসূচি

সোনালী ব্যাংক লিঃ দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে গ্রামের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠি তথা কৃষকদের সরাসরি এবং বিআরডিবি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বার্ড-কুমিল্লা আরডিএ-বগুড়া ও বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্যমে হোলসেল পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ/ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সাম্প্রতিককালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড উদ্ভাবনীমূলক যে সব ঋণ প্রকল্প চালু করেছে তন্মধ্যে আম্রকুঞ্জ উন্নয়ন ঋণ, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ, সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিশেষ ঋণ, মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ, গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ স্বাবলম্বী ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'জাগো নারী গ্রামীণ ঋণ' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোনালী ব্যাংক লিঃ সারাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অনেক চরাঞ্চল/প্রত্যন্ত এলাকায় উক্ত ব্যাংকের শাখা না থাকায় ঐ সকল এলাকায় যে সব এনজিও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কাজ পরিচালনা করে তাদের মাধ্যমে এনজিও-লিংকেজ হোলসেল ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করছে। সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মধ্যে ২০০৩ সালে মৌলভী বাজার জেলায় চালুকৃত 'উন্মেষ' ঋণ কর্মসূচি প্রচলিত কৃষি ঋণের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমী প্রকল্প। মৌলভী বাজার জেলার দরিদ্র জনগোষ্টী গ্রামীণ উৎপাদনমুখি কর্মকান্ডসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে এ বিশেষ ঋণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো ঃ

- ঋণ জামানতবিহীন।
- গ্রুপভিত্তিতে ঋণ দেয়া হয়।
- প্রাথমিক পর্যায়ে জনপ্রতি ৫০,০০০ টাকা এবং ঋণের ব্যবহার ও সফলতার ভিত্তিতে তা ২০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রকল্প চালুর ফলে মৌলভী বাজার জেলায় জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ সফলতা আসায় দেশব্যাপি সকল শাখায় 'উন্মেষ' ঋণ কর্মসুচী চালু করেছে বলে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক অবহিত করা হলেও সরেজমিনে এটা দেখা গেছে যে, মূলতঃ সে এলাকার কিছু ক্ষুদ্র দোকানী এ ঋণের সুবিধাভোগী। **'উন্মেষ' ঋণ কর্মসূচির ধারণাটি খুবই প্রশংসনীয় হলেও গ্রামীণ উৎপাদনশীল ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ খুবই নগণ্য।** উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে ৩০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

৮.৪ নমুনা জরীপের মাধ্যমে কৃষকের ধরন নির্ধারণ

রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় মোট ২৪০ জন কৃষকের ওপর পরিচালিত নমুনা জরীপ থেকে দেখা যায় যে, **শতকরা ৮.৩৩ ভাগ কৃষকের নিজস্ব কোন জমি নাই। এ সকল কৃষক শুধুমাত্র বর্গা জমি চাষ করেন। তবে অর্ধেকেরও বেশি কৃষক নিজ জমির সাথে কিছু বর্গা জমিও চাষ করে থাকেন, যা মোট কৃষকের শতকরা ৫৪.১৭ ভাগ। শুধু নিজ জমি চাষকারী কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৩৭.৫০ ভাগ (সারণি-৬)।** উল্লেখ্য যে, জরীপকৃত কৃষক সমাবেশে ঋণ গ্রহণকারী ও ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক কৃষকগণ (যারা শুধু নিজ জমি, শুধু বর্গা জমি কিংবা নিজ ও বর্গা জমি চাষ করেন) উপস্থিত থাকায় বর্গা প্রদানকারী জমির মালিকগণের প্রকৃত সংখ্যা ও তাদের শতকরা হার অত্র স্টাডিতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

সারণি ৬ ঃ জমির মালিকানার ভিত্তিতে কৃষকের ধরন

কৃষকের ধরণ	কৃষকের সংখ্যা	মোট জরীপকৃত কৃষকের শতকরা অংশ (%)
ক) শুধু নিজ জমি চাষ করেন	৯৩ জন	৩৭.৫০
খ) শুধু বর্গা জমি চাষ করেন	২০ জন	৮.৩৩
গ) নিজ ও বর্গা জমি চাষ করেন	১২৭ জন	৫৪.১৭
মোট ঃ	২৪০ জন	১০০

৮.৫ কৃষক ও তাদের পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের মধ্যে ব্যাংক হিসাব আছে এমন সদস্যের সংখ্যা

অত্র স্টাডির নমুনা জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পরিবারে গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য সংখ্যা ৩ জন। **২৪০ জন কৃষক পরিবারে মোট ৭২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের মধ্যে ব্যাংক হিসাব রয়েছে এমন সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্যের শতকরা ২৩.১৯ ভাগ। অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যাংক হিসাব থাকার বিচারে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত কৃষক পরিবারে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির (financial incusion) আওতায় আসার সুযোগ পেয়েছে শতকরা মাত্র ২৩.১৯ ভাগ**।[৫] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক ও তাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের সিংহ ভাগই (৭৬.৮১%) ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত বা ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে এখনো আর্থিক অন্তর্ভূক্তির (financial incusion) আওতায় আসেনি (সারণি-৭)।

সারণি ৭ ঃ জরীপে অংশগ্রহণকারী ২৪০ জন কৃষক পরিবারে ১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সী মোট সদস্য সংখ্যা ও তাদের মধ্যে ব্যাংক হিসাব আছে এমন সদস্যের সংখ্যা

বর্ণনা	পরিমাণ
ক) মোট কৃষকের সংখ্যা	২৪০ জন
খ) পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক মোট সদস্য সংখ্যা	৭২০ জন
গ) ব্যাংক হিসাব আছে এমন সদস্য সংখ্যা	১৬৭ জন
পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক মোট সদস্যদের মধ্যে ব্যাংক হিসাব আছে এমন সদস্যের শতকরা হার ঃ	২৩.১৯%

৮.৬ কৃষি ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকদের অবগত হওয়ার মাধ্যম

তিনটি জেলায় এনবিএল ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড থেকে ঋণ গ্রহণকারী মোট ২৪০ জন কৃষকের ওপর পরিচালিত নমুনা জরীপ থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৭.২৫ জন কৃষক উল্লেখিত ব্যাংক দু'টি কর্তৃক নিয়োগকৃত কৃষি ঋণ সুপারভাইজারের মাধ্যমে কৃষি ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়েছে। অন্যদিকে শতকরা ৩১.৩৭ জন কৃষক উল্লেখিত ব্যাংকসমুহের ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে অবগত হয়েছে (সারণি-৮)। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, **ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি ঋণ বিতরণে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে কৃষি ঋণ সুপারভাইজার নিয়োগদানের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালালে তা কৃষকদের মাঝে বেশি সাড়া ফেলে**। এ ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে বলেও প্রতীয়মান হয়।

---

৫ উল্লেখ যে, জরীপের এ হিসাব এমন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে আশে পাশে দুই-চার কিলোমিটারের মধ্যে কোন ব্যাংকের শাখা নাই। কাজেই, এটাকে সার্বিকভাবে দেশের আর্থিক খাতের অন্তর্ভুক্তির তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না।

সারণি ৮ঃ কৃষি ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকগণের অবগত হওয়ার উপায়/মাধ্যম

জানার মাধ্যম	জরীপে অংশগ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের শতকরা অংশ (%)
ক) কৃষি ঋণ সুপারভাইজার	৭৬ জন	৩৭.২৫
খ) ব্যাংক কর্মকর্তা	৬৪ জন	৩১.৩৭
গ) প্রচার মাধ্যম	২৯ জন	১৪.২২
ঘ) অন্যান্য (এলাকার ঋণ গ্রহীতা/মাতব্বর ইত্যাদি)	৩৫ জন	১৭.১৬
মোট ঃ	২০৪ জন	১০০

৮.৭ একইসাথে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা

স্টাডির নমুনা জরীপের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এনবিএল এবং সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৫০ হাজার টাকার নিচে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ এবং ৫০ হাজার টাকা ও এর উপরে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৬ ভাগ। একইসাথে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯ জন, যা সর্বমোট ২০৪ জনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ (সারণি-৯)। **মাঠ পর্যায় জরীপে ৫০ হাজার টাকার নিচে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকগণ ঋণের একটি অংশ খাদ্য-খাবার বা**

সারণি ৯ঃ এনবিএল ও সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে একইসাথে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা

ঋণের পরিমাণ	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট সংখ্যার শতকরা ভাগ	একইসাথে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
টা: ৫০,০০০ এর নিম্নে	১২২ জন	৬৫.৯৫	–
টা: ৫০,০০০ ও এর উপরে	৮২ জন	৩৪.০৫	–
মোট ঃ	২০৪ জন	১০০	১৯ জন (৯.৩১%)

চিকিৎসায় ব্যয় করে থাকে বলে ধারণা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ৫০ হাজার টাকার উপরে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকগণ ঋণের অংশবিশেষ কৃষিখাতে ব্যবহারের পাশাপাশি অন্য কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যয় করে বলে জানা যায়। এমতাবস্থায়, কৃষি ঋণের পাশাপাশি কৃষকদের এসএমই খাতে ঋণ প্রদানের সুযোগ রাখলে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের আয়ের উৎস বৈচিত্রকরণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৮.৮ খাতভিত্তিক কৃষি ঋণের ব্যবহার

আলোচ্য স্টাডিতে অংশগ্রহণকারী ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের গৃহীত কৃষি ঋণের ব্যবহার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বাধিক **১০৫** জন বা শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ কৃষক ঋণের অর্থ ধান চাষে ব্যয় করেছেন। আলোচ্য জরীপে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, গবাদিপশু ক্রয়/পালনে কৃষি ঋণ ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা প্রায় **১৬** ভাগ, যাদের অধিকাংশই মহিলা। আলু/সব্জি চাষে কৃষি ঋণ ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা প্রায় **১৪** ভাগ এবং অন্যান্য কৃষি উপ-খাতে কৃষি ঋণ ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা প্রায় **১৬** ভাগ (সারণি-**১০**)। **বর্তমানে কৃষি উৎপাদন উপকরণের উচ্চমূল্য এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণ অধিকহারে কৃষি ঋণের মুখাপেক্ষি হচ্ছে বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে।**

সারণি ১০ঃ খাতভিত্তিক গৃহীত ঋণের ব্যবহারের তথ্য

ঋণ ব্যবহারের খাত	ঋণ গ্রহণকারা কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের শতকরা অংশ (%)
ক) ধান চাষ	১০৫ জন	৪৩.৩৯
খ) আলু/সব্জি চাষ	৩৩ জন	১৩.৬৪
গ) গবাদিপশু ক্রয়/পালন	৩৮ জন	১৫.৭০
ঘ) অন্যান্য কৃষি উপ-খাত	৬৬ জন	২৭.২৭
মোট ঃ	২৪২ জন*	১০০

* জরীপে অংশগ্রহণকারী মোট ঋণ গ্রহণকারী ২০৪ জন হলেও একই ব্যক্তি একাধিক খাতে ঋণ নেয়ার ফলে ঋণ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৪২ জনে দাঁড়িয়েছে।

৮.৯ কৃষি ঋণের টাকা কৃষিভিন্ন অন্য খাতে ব্যবহারের প্রবণতা

মোট ২০৪ জন কৃষি ঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে ৪২ জন বা শতকরা প্রায় ২১ ভাগ কৃষক কৃষির নামে শষ্য ঋণ গ্রহণ করলেও অন্য খাতে এ অর্থ ব্যবহার করেছে এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্বেও **শতকরা ৭৯ ভাগ কৃষকই ঋণের অর্থ যথাযথভাবে কৃষিখাতে ব্যয় করেছে (সারণি-১১)**।

সারণি ১১ঃ কৃষি ঋণের টাকা পারিবারিক ব্যয় মিটানোসহ অন্য খাতে ব্যবহারকারীর সংখ্যা

বর্ণনা	সংখ্যা
ক) মোট কৃষি ঋণ গ্রহণকারী কৃষক	২০৪ জন
খ) ঋণগ্রহণকারীদের মধ্যে ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহারকারী	৪২ জন
গ) ঋণগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্য খাতে ব্যবহারকারীর শতকরা হার	২০.৫৯ ভাগ

৮.১০ কৃষি ঋণের সুদের হার, ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি ও ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলা বিষয়ে কৃষকদের মতামত

মোট ২০৪ জন কৃষকের ওপর পরিচালিত জরীপ থেকে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৩৬ জন কৃষকই সুদ হার সম্পর্কে অবগত নয়। তবে আশার কথা হচ্ছে, শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ কৃষক কৃষি ঋণের সুদের হার সম্পর্কে অবগত আছেন। **সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ২০৪ জন কৃষকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ কৃষকই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদসহ এককালীন পরিশোধের পক্ষে। ফসল প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কৃষকদের হাতে নগদ অর্থ থাকে না বলে কৃষকরা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের পক্ষে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। শতকরা মাত্র ২১ ভাগ কৃষক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে, যাদের কৃষি ছাড়া আয়ের অন্য উৎস রয়েছে**। শতকরা প্রায় ৬ ভাগ কৃষক ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেনি। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, **১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বিষয়ে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের অধিক কৃষক অবগত আছেন (সারণি-১২)**। তবে, ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে গিয়ে কিংবা খোলার পর স্বাভাবিক সঞ্চয়ী হিসাব হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে তাঁরা ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নানাভাবে নাযেহাল হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। কাজেই, এ হিসাবের মাধ্যমে কৃষকদের যথাযথ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আরো যত্নবান ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে।

সারণি ১২ঃ কৃষি ঋণের সুদের হার, ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি ও ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার বিষয়ে কৃষকদের মতামত

প্রদত্ত মতামত	কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের শতকরা অংশ (%)
ক) সুদের হার সম্পর্কে ঃ		
১. অবগত আছেন	১৩২ জন	৬৪.৭১
২. অবগত নয়	৭২ জন	৩৫.২৯
খ) ঋণ পরিশোধের পদ্ধতির বিষয়ে ঃ	১৫০ জন	৭৩.৫৩
১. সুদসহ এককালীন ঋণ	৪২ জন	২০.৫৯
পরিশোধের পক্ষে	১২ জন	৫.৮৮
২. কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের পক্ষে		
৩. ঋণ পরিশোধের	১৬৪ জন	৮০.৩৯
ধরণ/পদ্ধতি সম্পর্কে	৪০ জন	১৯.৬১
মতামত দেননি		
গ) ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খুলতে ব্যাংকগুলোর প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বিষয়ে ঃ		
১. অবগত আছেন		
২. অবগত নয়		

৮.১১ কৃষি ঋণ না নেয়ার কারণ

জরীপে অংশগ্রহণকারী কৃষি ঋণ গ্রহণ করেননি এমন ৩৬ জনের মধ্যে শতকরা ৩০.৫৬ ভাগ কৃষক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে। শতকরা ১৩.৮৯ ভাগ কৃষক ঋণ গ্রহণের বিষয়টিকে ভাল নয়/ভয়ের বিষয় বলে উল্লেখ করেছে এবং শতকরা ৮.৬৫ ভাগ কৃষক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই বলে উল্লেখ করেছে। এছাড়া, অধিকাংশ কৃষকই কৃষি ঋণ গ্রহণের উপায় না জানা, জমির দলিল মর্টগেজ প্রদানে আপত্তি, বর্গাচাষী হওয়ায় নিজস্ব মর্টগেজ প্রদানের অক্ষমতা, দলীয়ভাবে ঋণ গ্রহণে রাজী না হওয়া এবং অন্যান্য কারণে ঋণ গ্রহণ করেননি বলে জানিয়েছেন (সারণি-১৩)।

সারণি ১৩ঃ কৃষি ঋণ গ্রহণ করেননি এমন কৃষকদের ঋণ না নেয়ার কারণ

ঋণ না নেয়ার কারণ		উত্তরদাতার শতকরা অংশ (%)
১.	ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	৩০.৫৬
২.	ঋণ গ্রহণ ভাল নয়/ভয়ের বিষয়	১৩.৮৯
৩.	ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয় নাই	৮.৬৫
৪.	ঋণ নেয়ার উপায় জানা নেই	৮.০১
৫.	জমির দলিল প্রদানে আগ্রহী না হওয়ায়	৫.৪৯
৬.	বর্গাচাষী হওয়ায় জমির নিজস্ব দলিল না থাকায়	৫.৮৬
৭.	দলীয়ভাবে ঋণ গ্রহণে রাজী না হওয়ায়	৫.৩৮
৮.	অন্যান্য	২৫.৩৯
	মোট ঃ	১০০

৮.১২ কৃষি ঋণ বিতরণের উপায় সম্পর্কে কৃষকদের মতামত

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের উত্তম উপায় সম্পর্কে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, **শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ কৃষক মনে করেন যে, কৃষি ঋণ আরো সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কৃষিঋণ সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো দরকার। অন্যদিকে, শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ কৃষক মনে করেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে সকল ব্যাংক/ব্যাংক কর্মকর্তাদের কৃষিঋণ কার্যক্রমে আরও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত**। এছাড়া, শতকরা ১০ ভাগ কৃষক এ ব্যাপারে কোন মতামত দেননি (সারণি-১৪)।

সারণি ১৪ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের উত্তম উপায় সম্পর্কে কৃষকদের মতামত

	কৃষকদের মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার শতকরা অংশ (%)
১.	কৃষি ঋণ সুবিধা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো দরকার	১৭১ জন	৭১.২৫
২.	প্রচলিত পদ্ধতিতে সকল ব্যাংক/ব্যাংক কর্মকর্তাদের কৃষিঋণ কার্যক্রমে আরও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত মনে করেন	৪৫ জন ২৪ জন	১৮.৭৫ ১০.০০
৩.	মতামত দেননি		
	মোট ঃ	২৪০ জন	১০০

৯. কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলী

কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকগণ যেমন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন ব্যাংকগুলোও তেমন কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে যেয়ে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকে ঃ

৯.১ গ্রাম/ইউনিয়ন/থানাভিত্তিক চাষীদের তালিকা ও ঋণ কালচার সম্পর্কিত তথ্য না থাকা

ঋণ বা যে কোন ধরনের আর্থিক লেনদেনের প্রধান শর্ত হচ্ছে আস্থা। ঋণ গ্রহণে আগ্রহী কৃষক সম্পর্কে ব্যাংকের নিকট প্রতিষ্ঠিত কোন উৎস হতে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাবার উপায় না থাকায় ব্যাংক যথাসময়ে ঋণ মঞ্জুর করতে পারে না। ফলে কৃষকগণও ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়ে যান।

৯.২ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার অভাব

কৃষি ঋণ ও গ্রামীণ এলাকায় কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে ঋণ প্রস্তাব যথা সময়ে অনুমোদন যেমন ব্যাহত হয় তেমনি ঋণের যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ এবং ঋণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণও সম্ভব হয় না।

৯.৩ জামানতের অভাব

প্রচলিত কৃষি ঋণ মডেলে যাদের নিজ নামে জমি কিংবা বাড়ি আছে, তারা ঐ জমি কিংবা বাড়ির দলিল জামানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রেখে কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারলেও যাদের জমি কিংবা বাড়ি কোনটিই নাই তারা জামানতের অভাবে ঋণ নিতে পারে না। এছাড়া, অনেক সময় গ্রামীণ এলাকায় পারিবারিক সূত্রে জমি কিংবা বাড়ির মালিক হলেও রেকর্ডপত্র হালনাগাদ থাকে না বিধায় তা জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে না।

৯.৪ স্থানভিত্তিক নাগরিকত্ব না থাকা

জাতীয় পরিচয় পত্রে স্থান (কোন জেলা/থানা/গ্রাম) ভিত্তিক নাগরিকত্ব না থাকায় কিছু অসাধু ব্যক্তি বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানপূর্বক চেয়ারম্যানের নিকট থেকে নাগরিকত্ব সনদ নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে অন্যত্র চলে যায়। ফলে প্রদত্ত ঋণ খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ঋণ গ্রহণকারী কৃষক ব্যাংকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়ায় এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৯.৫ কৃষি ঋণের দ্বৈততা

একই এলাকায় বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে এবং এ তথ্য কারো কাছে না থাকায় একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ায় ঋণের দ্বৈততা হয়ে যায় এবং ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার না হয়ে ঋণ খেলাপীর আশংকা বেড়ে যায়।

৯.৬ ঋণের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যাপক ফারাক

সাধারণতঃ একটা ব্যাংক শাখায় যে পরিমাণ কৃষি ঋণের চাহিদা থাকে সরবরাহ তার চেয়ে অনেক কম থাকে। সরবরাহ অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময় ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ নিয়ে থাকে। ফলে ঋণ গ্রহণের খরচ বৃদ্ধির দরুন ঋণের কার্যকর (effective) সুদের হার বেড়ে যায়।

৯.৭ ঋণ সম্পর্কে কৃষকদের ভ্রান্ত ধারণা

অনেক কৃষকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, কোনভাবে যদি তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হয় তবে, তারা জামানত হিসেবে যে জমি/বাড়ির দলিল ব্যাংকে জমা দিয়েছে সে জমি/বাড়ি হারাবে। ফলে, বর্গাচাষী ও প্রান্তিক চাষীরা অনেকসময় ঋণ নিতে আগ্রহী হয়না। এছাড়া, অনেকে ঋণ গ্রহণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ভাল নয় বলেও মনে করে থাকে।

৯.৮ গ্রুপভিত্তিক কৃষিঋণে গ্রুপনেতার প্রভাব

গ্রুপভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও তা আদায়ের সফলতা প্রায় শতভাগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক ঋণ গ্রহণযোগ্য কৃষক গ্রুপভিত্তিক কৃষি ঋণ নেয়ার জন্য সকল প্রকার কাগজপত্র জমা দিয়েও গ্রুপ নেতার অপছন্দের কারণে ঋণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন।

৯.৯ প্রচার প্রচারণার অভাব

কৃষি ঋণ বিতরণে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ/সার্কুলার/ঘোষণা যথা সময়ে কৃষকদের নিকট পৌঁছায় না।

৯.১০ শস্য বীমার অভাব

বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে একটি দূর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত এবং দেশের কৃষিশস্য প্রায়শঃই প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। শস্য বীমার ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হন তেমন ব্যাংকের ঋণ আদায়ও ব্যহত হয়। ফলে ব্যাংকগুলো শস্য ঋণ প্রদানকে অলাভজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করে থাকে।

৯.১১ গ্রামীণ জনপদে পর্যাপ্ত ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক না থাকা

যে কোন ধরনের লেনদেনে সংশ্লিষ্টদের সহজে এবং সরাসরি সংযোগ একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক মূলতঃ শহর ও গঞ্জ কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ জনপদের কৃষকদের পক্ষে সহজে ব্যাংকের সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে যথাসময়ে সহজে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ উভয়ই ব্যাহত হয়। আলোচ্য স্টাডির জরীপে অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ এটিকে কৃষি ঋণ গ্রহণ (ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিতরণ) ও ফেরত প্রদানের (ব্যাংকের ক্ষেত্রে আদায়) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে অভিহিত করেছেন।

৯.১২ কৃষি ঋণ মওকুফে সরকারি ঘোষণা

অতীতে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কিংবা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার কর্তৃক কৃষি ঋণ মওকুফের রেওয়াজ থাকায় ভবিষ্যতেও কোন একসময় কৃষি ঋণ মওকুফ হবে এমন প্রত্যাশায় ঋণ গ্রহণকারী অনেক কৃষক সময়মত ঋণ পরিশোধে আগ্রহী হন না। এতে ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার বেড়ে প্রভিশনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়, যা ব্যাংকের নীট মুনাফা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ব্যাংকসমূহ বর্ধিত হারে কৃষি ঋণ বিতরণের আগ্রহও হারিয়ে ফেলে।

৯.১৩ ব্যাংকের অতি মুনাফালোভী মনোভাব

সাম্প্রতিককালে সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় কৃষি ঋণ মওকুফের প্রবণতা অনেকটা দুরীভূত হলেও ব্যাংকগুলোর অনৈতিক অতি মুনাফালোভী মনোভাব সার্বিকভাবে কৃষি ঋণ আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলার ‘সদর কৃষি ঋণ ব্রাঞ্চ’ সরেজমিন পরিদর্শনকালে বিষয়টি অত্র স্টাডি টীমের সদস্যদের নিকট খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত ব্রাঞ্চে খেলাপি কৃষি ঋণ পরিশোধের জন্য আগত কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় তারা খেলাপি কৃষি ঋণ পরিশোধপূর্বক তৎক্ষণাৎ কিংবা পরিশোধের পরবর্তী দিনেই খেলাপীকৃত ঋণের চেয়ে অধিক পরিমাণে নতুন কৃষি ঋণ মঞ্জুরী পাওয়ার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে খেলাপী ঋণ পরিশোধ করতে এসেছেন। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার খেলাপী ঋণ আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও খেলাপী ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি রাখার আবশ্যকতা হ্রাসের দরুন নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও এ ধরনের ঋণাচার যে শুধুমাত্র ‘বুক এ্যাডজাস্টমেন্ট’ এর নামান্তর এবং তা ব্যাংকিং নীতি নৈতিকতার পরিপন্থি এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরণের প্রবণতা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের কৃষি ঋণ আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলেই প্রতীয়মান হয়।

৯.১৪ থানা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তা ও কৃষিঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ‘জেলা কৃষি ঋণ কমিটি’ গঠনের নির্দেশনা থাকলেও থানা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাংক কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তা ও কৃষিঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন ও সাফল্যজনকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে সুসমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের সমন্বয়ের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১০. সুপারিশমালা

কৃষি ঋণ বিতরণের উপযুক্ত কৌশল নির্ণয়ে নমুনা জরীপে প্রাপ্ত ফলাফল এবং কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্টাডিতে চিহ্নিত সমস্যাবলী সমাধানে তথা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও গ্রামীণ অকৃষি কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং শহর ও গ্রামের আয়-বৈষম্য নিরসনে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

১০.১ গ্রামীণ জনপদে তফসিলি ব্যাংকের সেবা-নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি

স্টাডিতে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, কৃষি ঋণের বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যাংকিং সেবায় অর্ন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকগুলোর সেবা নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই। তবে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকগুলোর সেবা নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণের পরিবর্তে বিদ্যমান শাখাগুলোকে ভিত্তি করেই সেবা নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির বিষয়টি অর্থনৈতিকভাবে সহনীয় (economically viable) হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। গ্রামীণ এলাকায় সেবা/নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে তফসিলি ব্যাংকগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রাম/ইউনিয়নের উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী স্থানীয় কাউকে ''কৃষি ঋণ সুপারভাইজার'' নিয়োগ দেয়ার বিষয় বিবেচনা করতে পারে। একটিমাত্র গ্রাম/ইউনিয়নে নিকটস্থ যে কোন একটি ব্যাংক শাখা কর্তৃক একজনমাত্র কৃষি ঋণ সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া যথেষ্ঠ হতে পারে। শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা সদর, জেলা সদর, উপজেলা/থানা সদরের বাইরে যেখানে ব্যাংকের কোন শাখা নেই কেবলমাত্র সেখানেই এরূপ কৃষি ঋণ সুপারভাইজার নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটি সভা আহবানের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা/উপজেলাভিত্তিক এরূপ কৃষি ঋণ সুপারভাইজারের পদ সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সেখানে কার্যরত ব্যাংক শাখার কাছাকাছি বিবেচনায় নিয়ে সকল ব্যাংকের মধ্যে জেলা/উপজেলায় মোট আমানতের শেয়ারের ওপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণ সুপারভাইজার নিয়োগের সংখ্যা বন্টন করতে পারে।

প্রতি অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ, জুলাই মাসে জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং কোন ব্যাংক উক্ত জেলা/উপজেলায় আমানতের শেয়ার হ্রাসের কারণে কৃষি ঋণ সুপার ভাইজারের সংখ্যা হ্রাস করতে চাইলে যে ব্যাংকের আমনতের শেয়ার বাড়বে সে ব্যাংক উক্ত সুপারভাইজারকে আত্মীকরণ করতে পারে। সুপারভাইজারগণের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায়ের দায়িত্বও সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর বর্তাবে। কৃষি ঋণ সুপারভাইজারগণ দেশের প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় গ্রাম/ইউনিয়নে তার নিয়োগদাতা ব্যাংকের সহায়তায় সুবিধাজনক স্থানে একটি ''রুরাল ফাইন্যান্সিয়াল শপ (Rural Financial Shope-RFS)'' স্থাপন করতে পারে; যেখানে কৃষি ঋণ গ্রহণের আবেদনপত্র ছাড়াও সরকারি প্রাইজবন্ড ও অন্যান্য সঞ্চয়পত্রের ফরম কৃষকদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে পারে। এমন কি স্থানীয় ব্যাংক শাখা কর্তৃক আমানত গ্রহণের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ (যেমন পাশ বইয়ে জমা গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ব্যাংক শাখা কর্তৃক মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আমানতকারীকে আমানত জমার নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদি) সাপেক্ষে কৃষি ঋণ সুপারভাইজারগণ নিয়োগদাতা ব্যাংক শাখার অনুকূলে আমানত হিসাব খুলতে ও আমানত উত্তোলনও করতে পারে। এভাবে নিয়োজিত কৃষি ঋণ সুপারাভাইজারগণ তাদের নিয়োগদাতা ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী (যেমন- প্রতিদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাংক শাখায় আর্থিক প্রতিবেদন জমা) কাজ করবেন এবং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক

পারিতোষিকসহ বিশেষ প্রণোদনা এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (যেমন-৫ বছর) পর্যন্ত সাফল্যজনকভাবে কৃষি ঋণ সুপারভাইজারের দায়িত্ব পালন শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিয়মিত স্টাফ হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। এটি একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সহায়ক হবে অন্যদিকে তেমনি নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

১০.২ থানা/উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক কর্তৃপক্ষের নজরদারি/নেটওয়ার্কের বিস্তৃতকরণ

গ্রামীণ জনপদে তফসিলি ব্যাংকের সেবা-নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক কর্তৃপক্ষের নজরদারি নেটওয়ার্ক বিস্তৃতকরণের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ গ্রামীণ জনপদে তফসিলি ব্যাংকের সেবা নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেলে আর্থিক অনিয়মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনাও রয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে সার্বিকভাবে দেশের আর্থিক খাতের শৃঙ্খলাই বিঘ্নিত হতে পারে। উল্লেখ্য, থানা/উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে সরকার কর্তৃক ব্যাংকিং সার্ভিস কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে থানা/উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রস্তাবিত এ ব্যাংকিং সার্ভিস কর্পোরেশনের আওতায় থানা/ উপজেলা পর্যায়ে কৃষি ঋণ ও ব্যাংক সুপারভিশন, মাইক্রোক্রেডিট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালা বিষয়ে অভিজ্ঞ/প্রশিক্ষিত ২/৩ জন কর্মকর্তা এবং একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও ২ জন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে যারা সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলার আর্থিক নজরদারি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি গ্রাম/ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষি ঋণ গ্রহণকারী চাষীদের তালিকা প্রণয়ন এবং কৃষি ঋণ খেলাপীর তালিকা প্রণয়ন এবং তা থানা/উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষণ করে যে কোন ব্যাংকের চাহিদামাফিক সরবরাহ করতে পারে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের inspection কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উক্ত কর্পোরেশন সহযোগিতা করতে পারে।

১০.৩ কৃষিঋণ কার্যক্রমে নিরীক্ষা পরিচালনা

দেশের কৃষিখাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি তফসিলি ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের অন্ততঃ শতকরা ২.৫০ ভাগ কৃষি খাতে বিতরণের নির্দেশনাসম্বলিত সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘ মেয়াদে এটি শতকরা ২.৫০ ভাগ হতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। একইসাথে, তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ ও গবেষণা বিভাগ যৌথভাবে প্রতিবছর নির্বাচিত কিছু ব্যাংকের কৃষিঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে নিরীক্ষা পরিচালনা করতে পারে।

১০.৪ বিদেশী ব্যাংকসহ বেসরকারি খাতের ব্যাংকসমূহকে সরাসরি কৃষি ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং এনজিওগুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত কৃষি ঋণ বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা

সমীক্ষায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, দেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকসহ বেশ কিছু বেসরকারি ব্যাংক মূলতঃ এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল ব্যাংককে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লীড ব্যাংকের সহায়তায় গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ঋণ সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া, যে সমস্ত ব্যাংক এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের নিকট থেকে বরাদ্দ প্রাপ্ত

এনজিও-দের তালিকা ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ জানার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও ব্যাংকের নিকট থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ কৃষি খাতে যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি-না তা নির্ধারণের জন্য একটি বিশদ সমীক্ষা পরিচালনা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে।

১০.৫ কৃষি ঋণ নীতিমালায় থানা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় লীড ব্যাংকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে জেলা কৃষি ঋণ কমিটি গঠনের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও ভূমি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে থানা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণ কমিটি গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একইসাথে, কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় কৃষি ঋণ কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যের দায়িত্ব/কর্তব্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

১০.৬ কৃষি ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে ভুয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারীর শাস্তির বিধান

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণে জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড কিংবা ১০ টাকায় খোলা একাউন্টের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের বিধান থাকলেও ভুয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে কি-না তা সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.৭ পল্লী এলাকায় ব্যাংকের এসএমই শাখা খোলার অনুমতি প্রদান

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০ ভাগ শস্য/ফসল খাতে বিতরণের বাধ্য-বাধকতা থাকায় ব্যাংকসমূহ গবাদি পশু ক্রয়সহ গ্রামীণ এলাকায় আয় উৎসারী অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণে তেমন একটা উৎসাহ দেখায় না বলেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পল্লী এলাকার আমানত শহর এলাকার দিকে ধাবিত হয়। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত শর্ত শিথিলপূর্বক পল্লী এলাকা থেকে সংগৃহীত আমানত ঐ এলাকার যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। ব্যাংকগুলো সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় বিদ্যমান শাখাগুলোতেই আলাদা এসএমই উইং খুলতে পারে বিধায় শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকার বাইরে এসএমই শাখা খোলার অনুমোদন দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১০.৮ কৃষি ঋণ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি

কৃষি ঋণ বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ঋণের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক রেডিও এবং টেলিভিশনে ‘‘কৃষি ঋণ সমাচার’’ নামে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা সমাধানের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণসহ কৃষি ঋণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

১০.৯ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে সফলতার জন্য প্রণোদনা প্রদান

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে এবং বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে ঋণ নিয়মাচার প্রস্তুত এবং এর ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপকদের ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধিকে যুগোপযোগীকরণের পাশাপাশি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রণোদনা এবং ব্যর্থতার জন্য দাপ্তরিকভাবে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১০.১০ ব্যাংকগুলোতে কৃষি ঋণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

পশুপালন, মৎস্য ও কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ন্যুনতমভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে নিয়োগদানের জন্য দেশের তফশিলি ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

১০.১১ সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সহজেই জমির মালিকানা ও খতিয়ানভূক্তকরণ

সরকারি উদ্যোগে গ্রাম এলাকায় কৃষকদের জমির মালিকানা নির্ধারণের (ডিসিআর/খারিজকরণ/কৃষকদের নিজ নামে খতিয়ানভূক্তকরণ) ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে করে সহজভাবে কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

১০.১২ যানবাহন পরিচালনা ব্যয় প্রদান

কৃষি ঋণ সুপারভাইজার/মাঠকর্মীদের যানবাহন পরিচালনা ব্যয় প্রদানের (ভাতার মাধ্যমে প্রদেয়) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০.১৩ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র (এমআরএ) কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ

কৃষি ঋণের দ্বৈততা (overlapping of credit) এড়াতে এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওসমূহকে জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

১০.১৪ কৃষকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাপ্তির জন্য ডাটাবেজ তৈরি

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার উদ্যোগে প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতি গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের (বর্গা/প্রান্তিক চাষীসহ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরকে কৃষি ঋণ গ্রহণের আইডি নম্বর হিসেবে বিবেচনা করে ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত ডাটাবেজে প্রকৃত চাষাধীন জমির পরিমাণ, কৃষকের আর্থিক/পারিবারিক/সামাজিক/লেনদেন ইত্যাদি অবস্থা, প্রতি বছর কোন কোন ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন করে থাকে, কৃষি ছাড়া আরো কোন কাজে (ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদি) সম্পৃক্ত কি-না ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী ব্যাংকগুলোকে সরবরাহ করা হলে কৃষি ঋণ বিতরণে মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

১০.১৫ জামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ

মেয়াদি ঋণ বিতরণ করতে গিয়ে জামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ সাব রেজিস্টারের লিখিত মূল্যের চেয়ে বাস্তব/প্রকৃত মূল্য অনেক বেশি। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য ইউনিয়নভিত্তিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ব্যবহারের জন্য সম্পত্তির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব জেলা/উপজেলা/থানা কৃষি ঋণ কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

১০.১৬ কৃষি ঋণ রূপরেখা টেকসই করার পূর্বশর্ত হচ্ছে কৃষি ঋণ সুপারভাইজারের উচ্চ মজুরী প্রদান। কেননা, সুপারভাইজারের বেতন/ভাতা সন্তোষজনক না হলে কৃষক নির্বাচন ও ঋণ প্রদানে অসদুপায় অবলম্বনের অবকাশ থাকে।

১০.১৭ সর্বোপরি, কৃষি ঋণ বিস্তারের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে নব জাগরণ আনার মাধ্যমে মোট উৎপাদন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি খাতসহ পল্লী এলাকায় ব্যাংকসমূহের ঋণ/আগাম প্রদানের বিষয়টিকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্বশীলতার (Corporate Social Responsibility-CSR) মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক (Commercially Profitable) করা যায় তার পন্থা খুঁজে বের করা অতীব জরুরী বলে মনে হয়। কারণ কৃষি/পল্লী খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ/আগাম প্রদান বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হলে পল্লী এলাকা থেকে শহর এলাকায় মূলধন আগমন যেমন ঠেকানো যাবেনা, তেমনি শহর ও পল্লী এলাকার মানুষের আয় ও উন্নয়ন বৈষম্যও কমানো যাবে না। কাজেই, কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে ফসল ও মৎস্য চাষ ব্যতিত অন্যান্য উপ-খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদ হার নির্ধারণের বর্তমান নীতি শিথিল করা যায় কি-না তা পর্যালোচনা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সংযোজনী-১

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/কৌশলের ব্যাংকভিত্তিক চিত্র

উৎস ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমুহের কৃষিঋণ /এস.এম.ই ডিভিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংকলিত ।

তথ্যসূত্র

১. কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২. সিডিউলড ব্যাংক স্ট্যাটিসটিকস, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮, ২০০৯, ২০১০।

৪. বার্ষিক রিপোর্ট (২০০৫ হতে ২০১০ সংখ্যা), বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত তথ্য।

৬. দেশের তফশিলি ব্যাংকসমুহের কৃষিঋণ/এস.এম.ই ডিভিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য।